দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

চট্টগ্রাম নগরীতে শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ

দুটি মডেল স্কুল হচ্ছে আসন বাড়বে ১৯ হাজার

রফিকুল ইসলাম সেলিম

দীর্ঘদিন পর চট্টগ্রাম মহানগরীতে শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নগরীর ছয়টি সরকারী স্কুল ও কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো গড়ে তুলতে ৩২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আরো ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি নতুন স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এ পৃ: ১৪ ক: ১

দুটি মডেল স্কুল হচ্ছে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

আটটি প্রতিষ্ঠানে আরো ১৯ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। আগামী দুই বছরের মধ্যে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। এ ব্যাপারে গতকাল (শুক্রবার) শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সাথে আলাপকালে তিনি জানান, চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে এ উদ্যোগ সবার সহযোগিতায় এগিয়ে নেয়া হবে।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সরকারী স্কুল ও কলেজে বর্তমানে আসন সংখ্যা মাত্র সাড়ে ৬ হাজার। এর ফলে প্রতিবছর ভর্তির সময় কোমলমতি শিক্ষার্থীর কঠিন লড়াইয়ে নামতে হয়। মেধাবীরাও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৭ বছর পর এই প্রথম সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং একই সাথে আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের একান্ত প্রচেষ্টায় এ উদ্যোগের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগরীতে বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি। দিন দিন নগরীর পরিধি বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে লোকসংখ্যা। লোক সংখ্যা অনুপাতে বাড়েনি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে কয়টি সরকারী স্কুল-কলেজ আছে তাতে নেই পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। দেশের রাজধানীসহ অন্যান্য বড় শহরে নাম করা একাধিক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও চট্টগ্রামে এ সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। পরীক্ষা ব্যবস্থা নকলমুক্ত হওয়ার পর থেকে চট্টগ্রামে এসএসসি ও এইচএসসিতে পাসের হার বাড়ছে। এ বছর এসএসসিতে পাসের হার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণে এ বছর সরকারী কলেজে ভর্তির লড়াই ছিল তুঙ্গে। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আসনস্বল্পতার কারণে সরকারী কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। চট্টগ্রাম উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচিত হলে শিক্ষা উপদেষ্টা এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের উদ্যোগ নেন।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার নগরীর দুটি স্কুল ও চারটি কলেজে আসন সংখ্যা ১৩ হাজার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একই সাথে আরো নতুন দুটি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন করে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আসন বাড়ানোর জন্য অবকাঠামো সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে নাসিরাবাদ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৬৭ সালে ৪ দশমিক ৯৫ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলে ১৮২২ জন ছাত্র পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। অবকাঠামো সুবিধা বাড়লে প্রতি শিফটে আরো ৯শ' ছাত্র ভর্তি করা যাবে। নাসিরাবাদ বালিকা স্কুলেও অবকাঠামো সুবিধা বাড়ছে। এ স্কুলে আগামীতে অতিরিক্ত ৯শ' ছাত্রী ভর্তি করা যাবে। এছাড়া চট্টগ্রাম কলেজ, নাসিরাবাদ সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজের অবকাঠামো সুবিধা বাড়ছে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ দেয়া হয়েছে।